দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 25 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে

প্রাগ্রসর বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে আলোকিত সমাজ গঠনে ইসলামী শিক্ষা, তথা মাদ্রাসা শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখণ্ডতার চেতনাকে দৃঢ়ভাবে লালন করে মাদ্রাসা শিক্ষাই সত্যিকারের মানুষ তথা সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আদর্শ ও মৌলিক শিক্ষা মাধ্যম। যে শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে জীবনকে সফল ও অর্থবহ করতে নির্বেদিত, সেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে নানামুখী চক্রান্তও থেমে নেই। থেমে নেই দেশের সরকারী নিবন্ধনভুক্ত মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়ার নীলনকশা বাস্তবায়নের পায়তারা। মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের অবাস্তব সিদ্ধান্তের ফলে ইবতেদায়ী পর্যায়ে শিক্ষক সংকট ইতোমধ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শিক্ষক শূন্যতায় দেশের অগণিত মাদ্রাসা যখন কঠিন সময় অতিবাহিত করছে, তখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) জারিকৃত এক সার্কুলারে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার শঙ্কা তৈরী হয়েছে। সার্কুলার প্রসঙ্গে গতকাল দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, বেসরকারী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাউশি'র মনোনীত ব্যক্তিগণই কেবলমাত্র নিয়োগ বোর্ডে মহাপরিচালকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। এর ব্যতিক্রম হলে নিয়োগ বিধিসম্মত হবে না এবং এমপিওভুক্তির জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক কোন মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করার অনুমতি চেয়ে মাউশি'র মহাপরিচালক বরাবর দরখাস্ত করতে হবে। সার্কুলারটি জারির আগপর্যন্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী সরকারী স্কুল, মাদ্রাসা বা কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসরগণ মাউশি'র মহাপরিচালকের প্রতিনিধিত্ব করতেন। বর্তমানে নয়া সার্কুলার শিক্ষক নিয়োগ সমস্যাকে সহজ করার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় নিক্ষেপ করে আরো জটিলতর করে তুললো। দু'শতাধিক কামিল মাদ্রাসা সম্পর্কেও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট নয়। কামিল স্তরের শিক্ষকদের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকলেও '৯৫ সালের জনবল কাঠামো দেখিয়ে কামিল মাদ্রাসায় নিয়োগ-পদোন্নতির সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ফাযিল ও কামিল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ রেখে শিক্ষকবিহীন কোর্স কারিকুলাম চালু প্রকারান্তরে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ইবতেদায়ী পর্যায়ে যেখানে নিবন্ধন পরীক্ষার কোন প্রয়োজন থাকার কথাই নয়, সেখানে মাউশি ইবতেদায়ী পর্যায়ে নিবন্ধন ছাড়া এমপিওভুক্ত করছে না। তাছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও হাইস্কুল ও কলেজের নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিয়ে মাদ্রাসার সহকারী ও প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষা নেয়ার অর্থ যে মাদ্রাসা থেকে পাসকরা প্রার্থীদের ছেঁটে ফেলা, তা বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

আমলে আখলাকে এবং সিরাতে সুরাতে সত্যিকার নায়েবে রাসূল (সা.) তৈরী করার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এহেন মাদ্রাসা শিক্ষাকে যেভাবে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, তাতে যে মহলের কারসাজিতেই তা করা হোক না কেন, সরকার তার দায় এড়াতে পারে না। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বভাবতঃই দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল, একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে। কিন্তু অনাবশ্যক ও এখতিয়ার বহির্ভূত অনেক কর্মকাণ্ডে সরকারের জড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন সময়ে নানা প্রশ্ন ও সংশয় জনমনে দেখা দিতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং নির্দিষ্ট দাতা দেশ ও গোষ্ঠীকে খুশী করার জন্য জঙ্গীদের ফাঁসি থেকে শুরু করে নারীদের সমঅধিকার বিষয়ে খুঁচিয়ে ঘা করার মত বিতর্ক উস্কে দেয়া হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একই সাথে আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান-মাদ্রাসা শিক্ষাকে ছলে বলে কূটকৌশলে ধ্বংস করে লাখ লাখ আলেম-ওলামা ও শিক্ষক-কর্মচারীকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য কারা নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পর অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থ বিরোধী সকল সার্কুলার বাতিল করার পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে।

দেশগঠন ও শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা আজ নানামুখী সংকটে জর্জরিত। কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট নিত্য-নতুন প্রতিবন্ধকতাও আজ মাদ্রাসা শিক্ষার কণ্ঠরোধ করার জন্য তৎপর। এ ছাড়া সমন্বয়হীনতা তো আছেই। বর্তমান সরকারকে ইসলাম ও মাদ্রাসাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে এ দেশের লাখ লাখ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের মুখোমুখি দাঁড় করানোর হীন চক্রান্ত যদি একশ্রেণীর মাদ্রাসা বিদ্বেষী আমলার কাজ হয়, তাহলে সর্বাগ্রে তাদেরকেই চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর বিধি-বিধান মোতাবেক তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে সরকারকে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে সংকট দিন দিন কেবল ঘনীভূত হবে এবং তার দায়-দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তাবে। অতএব, আলোকিত মানুষ গড়ার স্বার্থে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সবরকম ষড়যন্ত্র বন্ধে সরকারকেই বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে।